R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD— 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৮ই আষাঢ়, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
২৩শে জুন, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

বর্ষার মুখে এ্যাফ্লেক্স বাঁধের ধারের অবৈধ বসতি তুলতে কাজে নামল পুলিশ প্রশাসন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের এ্যাফ্লেক্স বাঁধ বরাবর অবৈধ বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করতে পুলিশ-প্রশাসনের কালঘাম ছুটছে। গত বন্যায় ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ বাঁধের অবস্থা খারাপের জন্য ঐসব অবৈধ বসবাসকারীদের দায়ী করে। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের মতে ঐসব সরকারী জমি জবরদখলকারীদের প্রশাসন না তোলা পর্যন্ত বাঁধ সংস্কারের কোন কাজ করা যাবে না। সেই মতো এবার বর্ষার মুখে পুলিশ-প্রশাসন যৌথভাবে ঐসব জবরদখলকারীদের তুলতে শুরু করেছেন। এব্যাপারে গত ১২ জুন মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসক, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের এক্সিকুটিভ ইঞ্জিনীয়ার, রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের বিডিও, ঐ ব্লকেরই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি প্রমুখের এক বিশাল পুলিশ ও প্রশাসন দল মিঠিপুর থেকে কাঁটাখালি পর্যন্ত বাঁধের ধারের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষদের অন্যত্র উঠে যাবার জন্য নোটীশ জারী করেন। পরদিন ঐসব অঞ্চলে প্রশাসনের তরফ থেকে লোকজনদের উঠে যাবার জন্য মাইকিং করে বলা হয়, আগামী সাতদিনের ভিতর তারা উঠে না গেলে প্রশাসন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। এক সাক্ষাৎকারে মহকুমা শাসক মণীষ রায় আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, (৩য় পৃষ্ঠার)

নকল নোটের তিন কারবারি গ্রেপ্তার, নোট ছাপা কারখানার সন্ধান এখনও পুলিশ পায়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদীঘি ঃ এই থানার যুগোড় গ্রামের মনিরুল সেখকে জাল নোটের কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে নলহাটী পুলিশ গত ১০ জুন লোহাপুর হাটের এক হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করে। জানা যায় মনিরুল একজন গরুর পাইকার। ঘটনার দিন লোহাপুর হাটের কলিমুদ্দিন সেখের (কলু) হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার পর সে একটি ১০০ টাকার নোট হোটেল মালিককে দেয়। নোটটি জাল বুঝতে পেরে হোটেল মালিক মনিরুলকে বসিয়ে রেখে নলহাটী থানায় ফোন করেন। খবর পেয়ে রামপুরহাটের এসডিপিও এবং নলহাটী থানার ওসি একযোগে লোহাপুর এসে নকল নোটসমেত মনিরুলকে গ্রেপ্তার করেন। মনিরুলের কথা মতো ঐ দিন রাতেই সাগরদীঘি এসে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় বিডিও অফিস এলাকার বাসিন্দা রুশো সেখকে গ্রেপ্তার করেন। পরবর্তীতে ধৃত দু' জনের কথা মতো বহরমপুর থেকে ফাল্গুনী মুখার্জী নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেন। ফাল্গুনীর কাছ থেকে রাণাঘাটে একটি নকল নোট ছাপাই কারখানার সন্ধান পান তাঁরা। কিন্তু ওখানে গিয়ে আসল লোকের বা ডেরার কোন হদিস করতে এখনও পারেননি। গোপন তদন্ত চলছে। ধৃত তিনজনের কাছ থেকে ১০০ টাকার মোট ৩০০০ টাকার নকল নোট পুলিশ উদ্ধার করে বলে নলহাটী থানার ওসি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারের অস্বাস্থ্যকর কারবার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের তেঘরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার মৃত্যুঞ্জয় গায়েনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে হাসপাতাল চত্বর সরগরম। তিনি প্রায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকেন না। এমনকি সুপারভাইজারের মিটিং-এ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্বেও প্রায় মিটিং-এ তাঁকে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। হাসপাতাল চত্বরের দুটি বড় গাছও নাকি তিনি চুপে-চাপে দশ হাজার টাকায় বিক্রী করে দিয়েছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (শেষ পৃষ্ঠায়)

হত্যার অপরাধে আসামীর ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৬ জুন জঙ্গিপুরের এ্যাডিসনাল সেসন জজ সুনীতিকুমার চৌধুরী রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের জয়রামপুর গ্রামের কলিমুদ্দিন সেখকে (কালু) হত্যার অপরাধে ৩০৭ ধারায় ৭ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন। জানা যায় গত ১৯৯৭ সালের ১০ নভেম্বর দুপুরে অভিযুক্ত (শেষ পৃষ্ঠায়)

বি-এ পরীক্ষায় কলেজে অব্যবস্থা অধ্যাপিকার অশালীন ব্যবহার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর কলেজে বি-এ ইতিহাসের পরীক্ষার দিন জায়গার অভাবে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের হল ঘরটি নিতে হয় এবং সেখানে মহিলাদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশই এক্সটারনাল এবং ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদের ছাত্রী। এবারের বৈশিষ্ট্য মেয়েদের ঘরে ম্যাডাম অঞ্জনা চক্রবর্ত্তী ইনভিজিলেটর ছিলেন। এ ছাড়াও বেশ কয়েকজন (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ সমঝোতার প্রশ্ন ॥

লোকসভার পুনর্নির্বাচনের কিছুটা বিলম্ব আছে। কোন দলই এখন রীতিমত প্রচারে নামেনি। তবে নিজ নিজ শিবিরের উপযুক্ত যোদ্ধা স্থির করার কাজ অল্প-স্বল্প চলিতেছে। এখন কাশ্মীরে পাক-ভারত যুদ্ধের বিষয়টি প্রধান ইস্যু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজেপি সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধ আগামী নির্বাচনকে প্রভাবিত করিবে না। অনেকেই মনে করিতেছেন যে, সীমান্তের লড়াই হয়ত লোকসভার নির্বাচন বিলম্বিত করিতে পারে। কিন্তু সরকারী স্তরে তাহা স্বীকৃত হয় নাই।

সীমান্তে সংঘর্ষের বারুদের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে; তবে ভোট-যুদ্ধের বারুদ এখনও বিস্ফোরিত হয় নাই। তাই তাহার গন্ধ এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে প্রত্যেক দলই বিভিন্ন ফ্রন্টে যোদ্ধা সমাবেশ করিবার পরিকল্পনা করিয়া চলিয়াছেন।

এই রাজ্যে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে পূর্বের লোকসভা নির্বাচনে স্থান বিশেষে আসন-রফা হয় নাই। এইবারও সেইরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের আসনের জন্য উভয় দলই প্রার্থী দেওয়ার দাবীদার। যদি প্রকৃত সমঝোতা দুই দলের মধ্যে না হয়, তবে হয় বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস এখানে স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থী দিয়া লড়াই করিবে।

যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের দাবী কেন্দ্রীয় স্তরের বিজেপি মানিয়া লইতে প্রস্তুত। কিন্তু রাজ্যস্তরের বিজেপি মেদিনীপুরের আসন ছাড়িতে নারাজ। অপর দিকে তৃণমূল কংগ্রেস এই আসন পাইবার জন্য এককাট্টা। খবরে জানা যায় যে, এই আসন লইয়া বিজেপি জিদ আঁকড়াইয়া থাকিলে তৃণমূল কংগ্রেস অন্য পথ দেখিতে বাধ্য হইবে। ইহার নির্গলিতার্থ নানারকম হইতে পারে। রাজ্য বিজেপি নেতা রাহুল সিন্‌হা নাকি বলিয়াছেন যে, আসন রফা না করিয়া দুই দলই সব আসনে পৃথক পৃথক প্রার্থী দিয়া লড়াই করিলে সুফল পাওয়া যাইবে না। তাঁহার মতে তৃণমূলের কাছে মেদিনীপুর যেন সম্মানরক্ষার বিষয় না হয়।

ফলতঃ বুঝিতে অসুবিধা নাই যে, আসন-রফার ব্যাপারে দুই দলই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ। ইহার অবসান যাহাতে হয়, তাঁহার জন্য কেন্দ্রীয় বিজেপি সভাপতি পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করিবেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানিয়া লইবার জন্য রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে হয়ত অনুরোধ জানাইবেন। ফলাফল কী হইবে, তাহা এই নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত জানিবার উপায় নাই। কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব কী করেন, তাহাই দেখার।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুরসভার ফেরীঘাট প্রসঙ্গে

"পুরসভার ঘাটগুলির ডাক কমলেও বাড়লো মাশুল, জুলুমে জেরবার সাধারণ মানুষ"। শীর্ষক সংবাদটি (৯/৬/৯৯) জঙ্গীপুর পৌর-সভার নিয়ন্ত্রাধীন দুটি ঘাটের জীবন জীবিকার তাগিদে নিত্য পারাপারকারী সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থা ও জুলুমের চিত্রটি তথ্যসমৃদ্ধভাবে তুলে ধরার জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। জুলুম বিভিন্নভাবে চলছে। পৌরসভার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফেরী নৌকাগুলি ইচ্ছামত ঘাট পারাপারের পয়সা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবার নৌকায় লোক নেওয়ার ব্যাপারেও কোন নিয়ম নেই। সামান্য বাতাস বইলে বা বৃষ্টি পড়লে অতিরিক্ত পয়সা আদায় করে মাঝিরা নিরুপায় যাত্রীদের কাছ থেকে ১০/১২টা সাইকেল সমেত কমপক্ষে ১৬ থেকে ১৮/১৯ জন যাত্রী নেওয়া হয় ফেরীতে। গাড়ীঘাটে স্পিডবোটেও অতিরিক্ত লোক নেওয়া হয়। প্রতিবাদ করেও কোন প্রতিকার হয় না। বরং মাঝিদের কাছে অপমানিত হতে হয়। জঙ্গীপুরবাসীদের ভোটে নির্বাচিত পৌরপিতা ও কাউন্সিলাররা কি নিত্য পারাপারকারী অসংখ্য মানুষের সুবিধাও জান-মানের নিরাপত্তার কথা ভাববেন না? তারা কি শুধুই শক্তিশালী গোষ্ঠী ও সংগঠনের স্বার্থ ও সুবিধার কথা ভাববেন?

কাশীনাথ ভকত
রঘুনাথগঞ্জ

১১/৬/৯৯

(২)

বাগান দখল নিয়ে বোমাবাজি প্রসঙ্গে

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকার ৮৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯ মে ৯৯ তারিখের "বাগানের দখল নিয়ে সুজাপুরে দু'পক্ষে বোমাবাজি" শিরোনামে সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য আপনার পত্রিকায় ছাপার অনুরোধ করছি। উক্ত সংবাদে এলাকার কুখ্যাত প্রমোটার আসলাম হোসেনের দাবী সর্বৈব মিথ্যে। প্রকৃত ঘটনা দফরপুর অঞ্চলের সুজাপুর মৌজার ১২১নং দাগের উপর একখানি বিশাল পাকা বাড়ি এবং বাগান ছিল। উক্ত ১২১নং দাগ বামুনের বাড়ি বলে এলাকায় পরিচিত। বাড়িটি দীর্ঘদিন থেকে পরিত্যক্ত বেওয়ারিশ সম্পত্তি হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ভোগ দখল করে থাকে। শোনা যায় দেশ ভাগের সময় জনৈক কালিচরণ মুখোপাধ্যায় বাড়িটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। কিছুদিন থেকে উক্ত সম্পত্তি জনৈকা নাইমা বিবি বা মনিউর রহমানরা কুখ্যাত প্রমোটার আসলাম হোসেন ও তার মস্তান বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজস করে বেআইনী হস্তান্তরের উদ্দেশ্য নিয়ে বাগানের পাকা বাড়িটি ভেঙ্গে ফেলে এবং বড় বড় আম, বেল, নিম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি গাছ কাটতে শুরু করে। এই বেআইনী গাছ কাটা এবং অবৈধ হস্তান্তরের বিরুদ্ধে এলাকার সাধারণ মানুষ, দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য, APDR-এর সদস্য মুস্তাক আলির নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করেন। এস, ডি, ও, জঙ্গিপুর; বি, এল এণ্ড এল, আর, ও; ডি, এম (মুর্শিদাবাদ), মহামান্য বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্টে (গ্রিনকেক্কে) গণ অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। আন্দোলন শুরু হওয়ায় অভিযুক্ত প্রমোটাররা মুস্তাক আলিকে টাকা পয়সা দিয়ে চুপ করিয়ে দিতে ব্যর্থ হয় এবং মস্তান ও পুলিশের সঙ্গে আঁতাত শুরু করে। গত ২৩/৪/৯৯ হাইকোর্টের নির্দেশ মত রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বি, এল এণ্ড এল, আর, ও সরজমিনে তদন্তে আসেন। গ্রামের মানুষ উক্ত প্রমোটারদের বেআইনী কাজের প্রমাণ দেখান এবং অন্যান্য গাছ কাটা বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান। বি, এল, এণ্ড এল, আর, ও তদন্ত করে চলে যাবার পর মুহূর্তে ১) আজাদুল ইসলাম ২) সারমাদ আলি ৩) আসলাম হোসেনসহ কয়েকজন সমাজবিরোধী মুস্তাক আলিসহ সাক্ষ্য দিতে আসা ব্যক্তিদের উপর বোমা, লাঠি, হেঁসো নিয়ে তাড়া করে এবং সারমাদ আলি ও আসলাম হোসেনের নির্দেশে আজাদুল ইসলাম মুস্তাক আলিকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। উক্ত ঘটনা রঘুনাথগঞ্জ থানায় জানালে পুলিশ (অমৃত ঘোষ, সন্দিপ কুণ্ডু) অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে এবং প্রমোটারদের পক্ষ অবলম্বন করে। APDR এর সদস্য মুস্তাক আলির নেতৃত্বে আমরা এবং গ্রামের পরিবেশ সচেতন ব্যক্তিরা প্রমোটার এবং সমাজবিরোধীদের উক্ত ১২১নং দাগে বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে যাব বলে বদ্ধপরিকর।

নিবেদন ইতি—

তাং ২৫/৫/৯৯ মহঃ রফিকুল ইসলামসহ
সাতজন (সুজাপুর)

নকল ভাগীরথী দুধ ও ঠাণ্ডা পানীয় বিক্রীর অভিযোগে ধরা পড়লো এজেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা এন টি পি সির মোড় থেকে বহরমপুর পুলিশ স্থানীয় থানার সহযোগিতায় ভাগীরথী দুধের লোকাল এজেন্ট বৃন্দাবন ঘোষকে গত ২১ জুন গ্রেপ্তার করে। খবরে প্রকাশ, বহরমপুর ভাগীরথী কোঃ অপঃ মিল্ক প্রডিউসার ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ পুলিশের কাছে তাদের ফরাক্কার এজেন্ট বৃন্দাবন ঘোষের বিরুদ্ধে ভাগীরথী দুধের প্যাকেট জাল করে আসল দুধের প্যাকেটের সঙ্গে নকল দুধের প্যাকেট বিক্রীর অভিযোগ আনেন। এছাড়াও বৃন্দাবনের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা পানীয় নকল করার অভিযোগ ছিল। পুলিশ তল্লাসী চালিয়ে ঐ ধরনের কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করে তার গোডাউন থেকে বলে জানা যায়।

সমসেরগঞ্জ থানা কমিটির মহিলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ সমসেরগঞ্জ থানা কমিটি ধুলিয়ান শহরে অগ্রসন ভবনে গত ১০ জুন এক সম্মেলন করে। আরএসপি মহিলা কমিটির এই সম্মেলনে স্থানীয় পৌরসভাসহ ৯টি অঞ্চল থেকে প্রায় ৪০০ মহিলা এসেছিলেন। এই সম্মেলনে মহিলাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও পুরুষ শাসিত সমাজে তাঁরা অবহেলিত এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। তাঁরা দাবী জানান নারীদেরও পুরুষদের মতো সমান অধিকার দিতে হবে। চাকরীর ক্ষেত্রে নারীদের পদ সংরক্ষণ রাখতে হবে। বিভিন্নভাবে নারীদের উপর যে অত্যাচার চলছে তা বন্ধ করতে হবে। নারী স্বাধীনতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন কমঃ ইউসুফ হোসেন, কমঃ রৌশান আলি ও কমঃ তাজামুল হক। পরে ২১ জন মহিলাকে নিয়ে এক কমিটিতে সম্পাদিকা নির্বাচিত হন ধুলিয়ান পৌরসভার ১৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বসুমতী সিংহ ও সভানেত্রী নির্বাচিত হন অর্চনা তলাপাত্র। সম্মেলন শেষে মহিলাদের এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

Abridged form of N.I.T. No. 6/99-2000 of Ganga Anti Erosion Division No. I, Raghunathganj, Msd.

Sealed Tenders in W. B. form No. 2911 (ii) are invited by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Divn. I, Raghunathganj for the following works.

1. M/R of bed bar No. 2 on the rt. bank of river Ganga/Padma at mouza—Anupnagar.

Amount put to Tender—Rs. 12, 67, 454/-

2. M/R of bed bar No. 8 on the rt. bank of river Ganga/Padma at Arjunpur.

Amount put to Tender—Rs. 15, 34, 048/-

Last date of application—29th June 1999

Last date of issue—2nd July 1999 upto 16.00 hrs.

Date of dropping—6th July 1999 upto 15.00 hrs.

Date of opening—6th July 1999 upto 15.30 hrs.

N. B. For details intending participants may contact in the office of the undersigned at any working hours.

Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion
Divn. (I).

Memo No. 803/2
Date 21. 6. 99

গ্রাম্য রাজনীতির ঘেরাটোপে ধনপতনগর গ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির ৮নং ওয়ার্ডের ধনপতনগরে গত ১০ জুন দুপুরে মুড়ি-মুড়কির মত বোমা পড়ল। তার আগের দিন রাতে কতিপয় সমাজবিরোধী আকণ্ঠ মদ পান করে ধীরেন মণ্ডলদের গালিগালাজ করে। এর পিছনে অবশ্য একটা ছেঁদো কারণ খাড়া করেছে। পরিণত বয়স্কা লক্ষ্মী মণ্ডলের সাথে নাকি গ্রামের সখাই মণ্ডলের অবৈধ প্রেম ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ লক্ষ্মীর স্বামী এটা মানতে নারাজ। তিনি বলেন সখাই তাঁর পারিবারিক বন্ধু। এই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত বছর দোলের দিন সখাই ও লক্ষ্মীকে মারধোর করে লক্ষ্মীর দেবর কৃষ্ণ মণ্ডল। এই ঘটনা সেই সময় থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। পুনঃ লক্ষ্মীর উপর উপরোক্ত সমাজবিরোধী ভাড়াটে গুণ্ডারা মদ্যপ অবস্থায় মারধোর করতে গেলে প্রতিবেশী ধীরেন মণ্ডল প্রতিবাদ করলে সমাজবিরোধীরা বোমা নিয়ে ধীরেনকে আক্রমণ করে। এরপর শুরু হয় উভয় পক্ষের বোমা বৃষ্টি। পুনঃ একই উদ্দেশ্যে গত ১২ জুন রাজনৈতিক মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী গুণ্ডারা পাশের গ্রাম বিশ্বনাথপুরের দু'আড়াইশো খোট্টা মুসলমানদের নিয়ে ধনপতনগরে লুটের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলে পুনঃ দু' পক্ষের বোমা বৃষ্টি শুরু হয়। শেষে বিশ্বনাথপুরের সমাজবিরোধী গুণ্ডারা পালিয়ে যায়। ঘটনার পর পরই স্থানীয় থানা ও ফাঁড়ি থেকে ঘন ঘন পুলিশের টহলদারী আরম্ভ হয়। ১৫/৬/৯৯ সংবাদ লেখা পর্যন্ত উভয় দলের রিং লীডার সিপিএমের ভারতী মণ্ডল ও এসইউসি এবং বিজেপির পক্ষে ধীরেন মণ্ডলকে পুলিশ মিটমাটের জন্য চাপ দিলে উভয়েই তা মেনে নিয়ে মিটমাটের প্রতিশ্রুতি দেন। গ্রামে শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। ধনপতনগরের নিরপেক্ষ শান্তিপ্রিয় মানুষের অভিযোগ গ্রামের চায়ের দোকানে ঢালাও মদ বিক্রী হয়। সেই মদ পান করেই যত হাঙ্গামার সৃষ্টি। প্রশাসন যদি এটা দেখেন তবে মন্দের ভাল।

কাজে নামল পুলিশ-প্রশাসন (১ম পৃষ্ঠার পর)

আমাদের তরফ থেকে যা যা করার তা আমরা করেছি। তবে এব্যাপারে দলমতনির্বিশেষে সকলে যদি এগিয়ে না আসে তবে একা পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করা অসম্ভব। কারণ বাস্তবে দেখা গেছে ঐ সব বাঁধের ধারের জবরদখলকারীরা কোন ব্যক্তির কিছুটা জমি কিনে আস্তে আস্তে তাদের আসল জমি থেকে অনেক বেশী সরকারী জমি দখল করে নিয়েছে। কেউ কেউ পুরোটাই সরকারী জমি দখল করে আছে। জমি সবই ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের বা কেন্দ্রীয় সরকারের। অন্যদিকে প্রশাসনের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতারা তৎপর হয়ে ওঠেন। গত ১৬ জুন ঐ সব এলাকার পদ্মার ভাঙ্গনে বাস্তুচ্যুত সাড়ে আটশো পরিবারের প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষের পক্ষ থেকে সি পি আই (এম) দলের নেতৃত্বে মহকুমা শাসককে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সিপিএমের জঙ্গীপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথগঞ্জ-২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জহর সরকার, মিঠিপুরের প্রাক্তন প্রধান ফরমেজ আলী, সাহাদাত হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ডেপুটেশনের দাবী ছিল, উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের পুনর্বাসনের দায়ীত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে, যাদের ওখানে জায়গা আছে তাদের গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য ও সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে এবং ঐ অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে কাজ দিতে হবে। শেষ খবর পর্যন্ত যানা যায় গত বছর বন্যায় যেসব অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত ছিল, সেই সব অঞ্চল থেকে মানুষদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ মিঠিপুর থেকে কৃষ্ণশাইল পর্যন্ত এলাকার ১ কিলোমিটার করে জায়গা পরিষ্কার করে বাঁধ মেরামতির কাজ করছেন বলে জানা যায়। উচ্ছেদের ব্যাপারে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে পুলিশ বা প্রশাসনের কোন অশান্তির খবর নাই বলে মহকুমা পুলিশ-প্রশাসক স্বপন মাইতি জানান।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে ফঃ ব্লকের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৪ জুন জঙ্গিপুর মহকুমা ফঃ ব্লকের সভাপতি মির নুরুল ইসলাম ও যুব জীগের সম্পাদক মোঃ কবির-এর নেতৃত্বে জঙ্গিপুর হাসপাতালে দীর্ঘদিন অপারেশন বন্ধ, জীবনদায়ী কোন ওষুধ পাওয়া যায় না, ডাক্তাররা হাসপাতালের কাজে অবহেলা দেখিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও নার্সিংহোম নিয়ে ব্যস্ত ইত্যাদি সাত দফা অভিযোগের ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেন। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার ডেপুটেশন গ্রহণ করে নিজের অক্ষমতা ও হাসপাতালের নানা অব্যবস্থার কথা স্বীকার করেন নেতাদের কাছে।

৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড (১ম পৃষ্ঠার পর)

কলিমুদ্দিন সেখ আক্রোশবশতঃ তার খুড়তুতো বোন জ্যোৎস্নারা বিবির শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিক আঘাত করে। জ্যোৎস্নারাকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ ৪০ দিন ওখানে চিকিৎসা চলে। কলিমুদ্দিনকে বিয়ে না করে অন্যত্র বিয়েতে মত দেন এটাই ছিল জ্যোৎস্নারার অপরাধ। সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন মৃণাল ব্যানার্জী

অধ্যাপিকার অশালীন ব্যবহার (১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক ছিলেন সেখানে। অভিযোগ, ঐদিন বাইরের দু' একজন হল ঘরে প্রবেশ করে অযথা পরীক্ষার্থিনীদের বিরক্ত করেন। কয়েকজন পরীক্ষার্থিনী এ ব্যাপারে পরীক্ষা পরিচালন কমিটির দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সেই রকম দায়দায়িত্বের প্রশ্ন তোলেন কলেজের ১৫ নম্বর ঘরের প্রায় ৮০ জন পরীক্ষার্থী। এই বিদঘুটে গরমে বিনা ফ্যানে তাঁদের নিত্যদিন পরীক্ষা দিতে হয়।

গত ১১ জুন বাংলা শেষ পত্রের পরীক্ষা চলছিল কলেজ বিল্ডিং-এ। বাইরে তখন বৃষ্টি। অধিকাংশ পরীক্ষার্থিনী ছাতা নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যেকদিনের ব্যবস্থামত সেদিনও ম্যাডাম অঞ্জনা চক্রবর্তী ইনভিজিলেটর। পরীক্ষার্থিনীদের ছাতার মধ্যে অসদুপায় অবলম্বনের সরঞ্জাম থাকতে পারে সন্দেহে ছাতাগুলো ম্যাডাম নিজের দায়িত্বে রেখে দেন। কিন্তু পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থিনীরা যখন ছাতার জন্য ব্যস্ত তখন ম্যাডাম নাই। অফিস বা অধ্যাপকদের ঘরেও ম্যাডামকে পাওয়া যায় না। জনৈকা এক্সটারনাল পরীক্ষার্থিনী শান্তি চক্রবর্তী অভিযোগ—রাস্তায় ম্যাডামকে পেয়ে ছাতার কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত অশালীন ব্যবহার করেন। ছাতাও ফেরৎ দেননি।

অস্বাস্থ্যকর কারবার (১ম পৃষ্ঠার পর)

জনৈকা সিষ্টার তাপসী গিরিকে নিয়ে প্রায় তিনি বাইরে থাকেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে নাকি তাঁর স্ত্রী তেঘরী এসে রীতিমত অশান্তি শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে সেকেণ্ড মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মল্লিকও প্রায় দু' মাস স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়া। ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে হেডক্লার্ক আজাদ সেখও প্রায় অফিসে আসেন না। ফিল্ডষ্টাফ আবদুল রহমানকে দিয়ে অফিসের যাবতীয় কাজ করাচ্ছেন। আবদুল রহমানও এই সুযোগে যে কোন বিলে সরাসরি পয়সা চাইছেন। শেষ খবরে জানা যায় ৬০০০ টাকা মাসিক চুক্তিতে মনটু বিশ্বাস নামে একজন ডাক্তার এখানে কাজে যোগ দিয়েছেন।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

(প্রাঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✕ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাধিড়া সভাপতি | *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার | *অচিন্ত্য মনিয়া* সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।